কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৩ অক্টোবর, ২০১৮ ২২:৩১

উচ্চশিক্ষায় ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্দেশে

বিমল সরকার

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান সুকুমার রায় এবং আরো দু-চারজন ছাড়া প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬৬-১৯৩৭) তুলনা বিরল। যুগ যুগ ধরে শিশু-কিশোর, যুবা, বুড়ো–সবার মুখে মুখে উচ্চারিত ‘অজগর আসছে তেড়ে/আমটি আমি খাব পেড়ে’ এমন সব বিখ্যাত ছড়ার স্রষ্টা তিনি। যোগীন্দ্রনাথ সরকার শুধু ছড়া নয়, অনেক চমকপ্রদ ও অনুপ্রেরণামূলক গল্প লিখেও শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করেছেন এবং কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তুলেছেন; যা আজও প্রবহমান। এই মহাজনের এমনই একটি কালজয়ী গল্পের শিরোনাম ‘তিন সহোদরের গল্প’। গল্পটি এমন–

ওরা তিন ভাই। বড়টির নাম ‘পারিব না’, মেজোটির নাম ‘করিব না’ ও ছোটটির নাম ‘চেষ্টা করিব’। পরস্পরের প্রকৃতিতে এত ভিন্নতা ছিল যে তাদের তিনজনকে সহোদর বলে সহজে কেউ চিনতে পারত না। তিন ভাইয়ের মধ্যে ‘পারিব না’ ছিল অত্যন্ত ভীরু ও অলস প্রকৃতির। ওকে কোনো কাজ করতে বললে সে একবারও চেষ্টা না করেই বলত, ‘উহা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।’ পড়াশোনায়ও তার মুখে সেই একই কথা। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে না করতেই বলে ফেলত, ‘আমি জানি না।’ সামান্য একটি অঙ্ক কষতে দেওয়া হলে তাৎক্ষণিক সে বলত, ‘আমি এটা পারব না।’

‘করিব না’ যদিও ‘পারিব না’র মতো অলস এবং বুদ্ধিহীন ছিল না; কিন্তু তার মেজাজ ছিল বড়ই চটা। বিনা কারণে কিংবা সামান্য কিছুতেই সে হঠাৎ রেগে উঠত। এ ছাড়া তার ভয়ানক গোঁ ছিল। সে যদি বলত, ‘আজ খেলব না’, তবে সহপাঠীদের শত অনুনয়েও তার মত পরিবর্তন হতো না। তাকে যা করতে বলা হতো সে করত ঠিক এর উল্টোটি। সর্বদা নিজের ইচ্ছায় চলত বলে লেখাপড়ায় তার উন্নতি হয়নি।

বয়সে সবার ছোট হলেও ‘চেষ্টা করিব’ ভীরু বা একগুঁয়ে স্বভাবের ছিল না। সে তার মা-বাবা এবং শিক্ষকের কথা অনুযায়ী চলতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। এমনকি তাকে কোনো কঠিন কাজ করতে বলা হলেও কখনো সে পারব না অথবা করব না বলত না। সে বলত, ‘আচ্ছা, কঠিন হোক, আমি উহা করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করব।’ এতে কখনো কখনো সে অকৃতকার্য হতো ঠিক, কিন্তু প্রায়ই তার চেষ্টার জয় হতো। স্কুলে প্রথম প্রবেশের দিন শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি পড়তে পারো তো?’ সে বলল, ‘না মশাই, এখন আমি পড়তে পারি না। তবে কিছুদিন চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পড়তে শিখব।’ এতে শিক্ষক সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, ‘যার শেখার চেষ্টা ও আগ্রহ আছে এরূপ বালকই আমি ভালোবাসি।’

কিছুদিনের মধ্যে ‘চেষ্টা করিব’ ক্লাসে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করল। ‘পারিব না’ এবং ‘করিব না’ কিছুই শিখতে পারল না।

কয়েক বছর পর। ‘পারিব না’, ‘করিব না’ ও ‘চেষ্টা করিব’ সবাই এখন বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ‘পারিব না’ এবং ‘করিব না’ এখন ‘বাধ্য’ নামে একজন বীর যোদ্ধার অধীনে সামান্য সৈনিকের কাজ করছে। আর ‘চেষ্টা করিব’ ‘কৃতকার্য’ কম্পানির বড় ব্যবসায়ে একজন বড় পার্টনার হয়ে উঠেছে। এখন তার খ্যাতি-যশ ও ধন-সম্পদের কোনো সীমা, পরিসীমা নেই।–যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘তিন সহোদরের গল্প’ শিরোনামে গল্পটির শেষ এখানেই।

এবার দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (বুয়েট, মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি) ভর্তীচ্ছু তরুণ-তরুণী এবং ওদের মা-বাবাদের লক্ষ্য করে আমার নিজের দুটি কথা উল্লেখ করতে চাই। সব ভালো যার শেষ ভালো। জীবনের তো মাত্র শুরু।

আমি সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এসএসসি পাস করি কোনো রকমে, তৃতীয় বিভাগে। সারা স্কুল থেকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তীর্ণ মোট তিনজনের একই দশা। কিন্তু হলে কী হবে; দেশের সেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সৌভাগ্য হয় আমার। শুধু তা-ই নয়, আমাদের কালে কোনো পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত মোট ১০ জনকে স্ট্যান্ড করা বা মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া বলে গণ্য করা হতো। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দৈন্যদশা থাকলে কী হবে, ইতিহাস বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি স্ট্যান্ড করতে সক্ষম হই। নিজের ঢোল নিজে পেটাতে আমি দক্ষ বা অভ্যস্ত নই, তবু এখানে বলাটা প্রাসঙ্গিক মনে করি।–আগ্রহ ও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তথা উপমহাদেশের স্বনামখ্যাত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে একবার (১৯৮৯) পিএইচডি করার জন্যও ডেকেছিল। মেধা কম থাকলেও অনেক সময় ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেক দূর এগোনো কিংবা সমাজে অন্তত টিকে থাকা যায়–এ কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস না করার তো কোনো কারণ নেই; নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর খণ্ড খণ্ড স্মৃতি ভুলে যাওয়া কার পক্ষে সম্ভব? অতএব একেবারে হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে আবারও বলি, জীবনের পথচলা তো মাত্র শুরু। জ্ঞানীরা বলেন, ‘জীবনের প্রথম লগ্নে কিছু বিফলতার অভিজ্ঞতা বাকি জীবনের জন্য বিরাট কাজের।’

এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোনো ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটির। ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর বুয়েটের না হলেও সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ফল প্রকাশিত হয়েছে। কঠিন বাস্তবতার নিরিখেই হয়তো অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী এখনো কোথাও ভর্তির সুযোগ পায়নি। মূল সমস্যাটি আসনসংখ্যা কম আর মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। অবশ্য বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে এখনো ভর্তি পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হয়নি। কোথাও কোথাও ফল প্রকাশেরও বাকি রয়ে গেছে।

এমনিতেই ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির সুযোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবনা ও দুর্ভাবনার অন্ত নেই। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা রয়েছে অভিভাবকদের মধ্যেও। ওর ওপর ভর্তি পরীক্ষায় একের পর এক অসফলতার খবরে স্বাভাবিকভাবেই তারা দুর্ভাবনাগ্রস্ত। জ্ঞানীরা বলেন, ‘ধৈর্য-বৃক্ষের ফল অত্যন্ত সুমিষ্ট।’ ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কযুক্ত অনেক ভর্তীচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কথা হয়। আমি সবাইকে বলি কোনো রকম বিচলিত না হয়ে যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে এখনো পরীক্ষা বাকি রয়েছে সেগুলোতে অংশ নিতে। সাময়িক আবেগ-উচ্ছ্বাসকে বাদ দিয়ে বলা যায়, মেডিক্যাল-বুয়েটই একজন মানুষের জীবনে শেষ কথা নয়। এখনো অনেক সুযোগ, অনেক ভালো সুযোগ সামনে রয়ে গেছে। জীবনে ভালো করতে চাইলে অনেকভাবেই করা যায়। এটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য যে প্রকৃত মেধাবী, মনোযোগী ও উদ্যমী শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণী কোনো না কোনো ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেই। মেধা, মনোযোগ, উদ্যম ও অধ্যবসায় এ পর্যন্ত কোথায় কয়জনের বিফলে গেছে?

লেখক : কলেজ শিক্ষক

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com